কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

সি. আর. আর. ২০১৪ সালের ২১৯৯

সঞ্জীব ঘোষ ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী দেবব্রত আচার্য
	শ্রী শীতল সামন্ত
রাজ্যের পক্ষে	শ্রী বিদ্যুৎ কে. আর. রায়
	শ্রী মির্জা ফিরোজ আহমেদ বেগ
শুনলেন	"২২.০২.২০২৩,০৮.০৯.২০২৩
রায়ঃ	**২২.০৯.২০২৩**

বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, .:-

১. তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ১৫.০৫.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে, যা দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। ফৌজদারি বিবিধ মামলা নং ১৩০৬, ২০১৪ তারিখের হিলি থানা মামলা নং ১৪, ২০১৩ তারিখের (জি. আর. মামলা নং ৬৯, ২০১৩) থেকে উদ্‌ভূত।

২. আবেদনকারীরা জানিয়েছেন যে তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনের বিপরীত পক্ষ নং ২, ১৭ জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে হিলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৮এ/৩২৬/৩০৭/৩৪ এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের ধারা ৩ এবং ৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করেছে, যার ফলে হিলি থানায় মামলা নং ১৪, ২০১৩ তারিখে ১৭.০১.২০১৩ (জি. আর. মামলা নং ৬৯, ২০১৩) গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

৩. আবেদনকারীদের ২০১৩ সালের ১৪ নং হিলি থানা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. পরবর্তীকালে ২০১৩ সালের ৭৪০ নম্বর ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ ধারার অধীনে বালুরঘাটের মাননীয় দায়রা বিচারক দক্ষিণ দিনাজপুরের সামনে জামিনের আবেদন সহ একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। ১ নম্বর মাননীয় দায়রা বিচারক একটি আদেশ জারি করে আবেদনকারীদের ৩,০০০ টাকার দুটি জামিন সহ জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রত্যেকটিই বালুরঘাটের মাননীয় প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ দিনাজপুরের সন্তুষ্টির সাপেক্ষে। লার্নড সেশন জজ আবেদনকারীদের সপ্তাহে দু 'বার তদন্তকারী অফিসারের সাথে দেখা করার এবং আদালতের এখতিয়ার ত্যাগ না করার নির্দেশ দিতে আরও খুশি হন।

৫ . আবেদনকারীরা ০৫.০৭.২০১৩-এ দক্ষিণ দিনাজপুরের লার্নড সেশন জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মেনে চলেন এবং আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে বসবাসকারী তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত দেখা করেন।

৬. এরপরে আবেদনকারীরা আবেদনকারীদের জামিন মঞ্জুর করার সময় বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুরের মাননীয় দায়রা বিচারক কর্তৃক আরোপিত শর্ত শিথিল করার জন্য আবেদন করেছিলেন। উক্ত আবেদনটি সিআরএল হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের ১৩০৬ নং বিবিধ মামলা।

৭. মাননীয় দায়রা বিচারক একটি আদেশ জারি করে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপারকে পরিচালনাকারী তদন্তকারী অফিসারের কাছ থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে অন্য কোনও তদন্তকারী অফিসারকে দেওয়ার নির্দেশ দেন যে পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার নিচে নয়।

৮. আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে হিলি থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত অব্যাহত রাখার বিষয়ে কোনও অভিযোগ নেই। অতএব, বিজ্ঞ বিচারক বিজ্ঞ আদালতের এখতিয়ার অতিক্রম করে বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে হিলি থানার মামলা নং ১৪, ২০১৩ প্রত্যাহারের আদেশ জারি করেছেন।

৯. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে-

i. হিলি পুলিশ স্টেশনের তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা পরিচালিত তদন্ত অব্যাহত রাখার বিষয়ে কোনও অভিযোগ ছিল না। তাই শিক্ষানবিশ দায়রা বিচারক ২০১৩ সালের ১৪ নং হিলি পুলিশ স্টেশনের মামলাটি বর্তমান তদন্তকারী আধিকারিকের কাছ থেকে প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছিলেন, যা এলডি আদালতের এখতিয়ারের বাইরে।

ii. জামিনের শর্ত শিথিল করার আবেদন বিবেচনা করার সময়, এল. ডি. আদালতকে তাদের উপর আরোপিত শর্ত শিথিল করার জামিনের আদেশের পরিবর্তনের জন্য আবেদনের আবেদনের পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।

iii. তদন্তকারী অফিসারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে এমন কোনও আদেশ পাস করার আগে এল. ডি. দায়রা বিচারকের পরিস্থিতি সন্তুষ্ট করা উচিত ছিল।

iv. কোনও আদালত মূর্তিতে নির্ধারিত সময়সীমা কমিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আই. ও-কে নির্দেশ দিয়ে কোনও আদেশ দিতে পারে না।

v. ফৌজদারি কার্যবিধি এল. ডি. ম্যাজিস্ট্রেটের উপর তদন্ত পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করে। এখানে এল. ডি. দায়রা বিচারক পক্ষপাতদুষ্ট উপায়ে এল. ডি. ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার দখল করে আদেশটি পাস করেন।

vi. জামিনের শর্ত শিথিল করার জন্য আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল যা ফৌজদারি কার্যবিধির ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নির্ধারিত ছিল, "জামিন এবং জামিন বন্ডের বিধান"। আই. ও-এর কার্যকারিতায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। প্রধান বিচারপতি তার এক্তিয়ার লঙ্ঘন করে আবেদনকারীদের অধিকার হস্তক্ষেপ করে আদেশ দিয়েছেন। অতএব, এই মাননীয় আদালতের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১০. রাজ্যের মাননীয় অ্যাটর্নি বলেন যে মাননীয় ট্রায়াল জজ বিতর্কিত আদেশটি পাস করার ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি করেছেন।

১১. বিতর্কিত আদেশ নং ২ তারিখযুক্ত ১৫.০৫.২০১৪ নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ-

"সিআরএল মিস কেস ২০১৪ সালের ১৩০৬ নং

অভিযুক্ত-আবেদনকারী সঞ্জীব ঘোষ, সুকুমার ঘোষ এবং প্রশান্ত ঘোষের পক্ষে দায়ের করা ফৌজদারি কার্যবিধি -এর ধারা ৪৩৯ (১) (বি)-এর অধীনে জামিনের শর্ত শিথিল করার জন্য একটি আবেদন আইপিসির ধারা ৪৯৮এ/৩০২/৩৪-এর অধীনে অভিযোগ দায়ের করে।

পিটিশনটি বিবেচনা করেছেন, এল. সি. আর. & সি. ডি.

এটি বিজ্ঞ ডিফেন্সের কৌঁসুলি দ্বারা বলা হয়েছে যে এই আদালত দ্বারা ফৌজদারি বিবিধ মামলায় তিন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে বাড়ানো হয়েছে। মামলা নং. ৭৪০/২০১৩ ইউ/এস ৪৩৯, ফৌজদারি কার্যবিধি । তবে একটি শর্ত ছিল যে তারা সপ্তাহে দু 'বার আইও-এর সাথে দেখা করবে এবং আদালতের এখতিয়ার ছেড়ে যাবে না।

রাজ্যের জন্য এল. ডি. পি. জমা দিয়েছে যে, '১৭.১.২০১৩'-তে সকাল ২টার দিকে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী সন্তি চরণ ঘোষকে জানানো হয়েছিল যে, তাঁর মেয়ে চায়না ঘোষ গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন এবং তাকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা দ্রুত বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের বার্ন ওয়ার্ড-এ নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যায় যে, '১৭.১.২০১৩'-তে সকালে তাকে জোর করে মারধর করা হয় এবং তাকে বরখাস্ত করা হয়। তাকে '২০.১.২০০২'-এ বিয়ে করা হয়। তাদের দাবি অনুযায়ী '৫০টাকা '-এর নগদ ডোয়ার, ৫ ভোরি সোনার গয়না এবং বাড়ির অন্যান্য জিনিসপত্র দেওয়া হয়। তাকে আরও ২০,০০০ টাকা ডোয়ার আনার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং তার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। অভিযুক্ত সুকান্ত ঘোষের অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল যার জন্য সে প্রতিবাদ করেছিল। অভিযুক্ত সুকান্ত ঘোষ অন্যদের সঙ্গে মিলে তার স্ত্রীকে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাই, মামলাটি ১৭.১.২০১৩-এ শুরু করা হয়েছে।

সি আর এল. মিস কেস -এর ২ নং তারিখের ৫.৭.২০১৩-এর আদেশ থেকে জানা গেছে যে,সি আর এল.৭৪০/২০১৩ মিস কেস এই আদালত অভিযুক্ত সনিত ঘোষ, সুকুমার ঘোষ এবং প্রশান্ত ঘোষকে এই শর্তে জামিন মঞ্জুর করেছে যে, তারা সপ্তাহে দু 'বার আই. ও-এর সঙ্গে দেখা করবে এবং আদালতের এক্তিয়ার ছাড়বে না।

রাজ্যের বিজ্ঞ পি. পি. এই ভিত্তিতে জামিনের শর্ত শিথিল করার আবেদনের বিরোধিতা করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চূড়ান্ত আকারে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আই. ও-কে সহযোগিতা করবে।

রাষ্ট্রপক্ষের মাননীয় পি.পি. এবং প্রতিরক্ষাপক্ষের মাননীয় কৌঁসুলির দাখিল বিবেচনা করে আদালত দেখেছে যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট শাকিলা আব্দুল গফর খান ভি. বসন্ত রঘুনাথ ধোবলে, (২০০৩) ৭ এসসিসি ৭৪৯ অনুচ্ছেদ ৩৪-৩৫ মামলায় "আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার করার জন্য বিদ্যমান... আদালত কেবল টেপ রেকর্ডার হিসেবে কাজ করে সাক্ষ্য রেকর্ড করে না, বিচারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ সত্যের সন্ধানে পৌঁছানোকে উপেক্ষা করে এবং কোডের অধীনে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে তা সম্পর্কে অবহেলা করে। এর একটি বৃহত্তর কর্তব্য এবং দায়িত্ব রয়েছে অর্থাৎ এমন একটি মামলায় ন্যায়বিচার প্রদান করা যেখানে প্রসিকিউটিং এজেন্সির ভূমিকা নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়... আদালতের মতোই প্রসিকিউটরেরও কর্তব্য হল সম্পূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেকর্ডে আনা যাতে ন্যায়বিচারের অপচয় না হয়।"

১৯৯৩ সালের সুপ্রিম কোর্ট ২৪৯৩-এ প্রকাশিত আরেকটি বিচারপতির বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, "বিচার বিভাগ 'চাকরির' অর্থে কোনও পরিষেবা নয়। বিচারকরা কর্মচারী নন। বিচার বিভাগের সদস্য হিসেবে; তারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তারা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এবং আইনসভার সদস্যদের মতোই সরকারি পদের অধিকারী। আমাদের মতো গণতন্ত্রে যখন বলা হয় যে নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ গঠন করে, তখন বোঝানোর উদ্দেশ্য হল যে রাষ্ট্রের তিনটি অপরিহার্য কাজ রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের উপর ন্যস্ত এবং তাদের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। যাইহোক, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তারা হলেন মন্ত্রী, আইনপ্রণেতা এবং বিচারক, এবং তাদের কর্মীদের সদস্যরা নন যারা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন বা বাস্তবায়নে সহায়তা করেন। মন্ত্রী পরিষদ বা রাজনৈতিক নির্বাহী সচিবালয় কর্মী বা প্রশাসনিক নির্বাহী থেকে আলাদা যা রাজনৈতিক নির্বাহীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। একইভাবে আইনপ্রণেতারা আইনসভা কর্মীদের থেকে আলাদা। বিচারকরাও বিচার বিভাগীয় কর্মীদের থেকে আলাদা।" সমতা রাজনৈতিক নির্বাহী, আইন প্রণেতা এবং বিচারকদের মধ্যে, বিচারক এবং প্রশাসনিক নির্বাহীর মধ্যে নয়।"

দুইজন রিপোর্টপ্রাপ্ত বিচারকের পর্যালোচনা এবং উপরোক্ত রায় (সুপ্র) পর্যালোচনা করার পর, এই আদালত দেখতে পান যে আদালতের পক্ষগুলিকে যথেষ্ট ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা এবং ক্ষমতা রয়েছে। অধিকন্তু, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে পক্ষগুলিকে যথেষ্ট ন্যায়বিচার প্রদানের পথে কেউ বাধা হতে পারে না। বিচারকের কর্তব্য হল একজন পুলিশ অফিসারের তদন্তের জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য রেকর্ডে আনা। পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হল মৃত্যুর মামলাটি বিশেষ মামলা হিসাবে রিপোর্ট করা এবং সংশ্লিষ্টদের সময়মত দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে রিপোর্ট করা।

আমার দৃষ্টিতে, এই ধরনের তদন্তের মধ্যে করা হবে মামলা শুরু হওয়ার তারিখ থেকে যুক্তিসঙ্গত সময়, অন্যথায় প্রসিকিউশন ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।

তদনুসারে, এটি হল,

আদেশ দিয়েছেন

দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপারকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ও.সি., হিলি থানা থেকে কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য পুলিশ পরিদর্শকের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কোনও উপযুক্ত, পুলিশ অফিসারকে মামলাটি অর্পণ করতে হবে। এই আদেশের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে, যুক্তিসঙ্গত এবং পছন্দনীয় সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ, এই তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায়, তদন্তের অগ্রগতি প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপারকে জানানো হবে, যাতে তদন্ত থেকে প্রসিকিউশন অনুপ্রাণিত হতে পারে যে পক্ষগুলিকে যথেষ্ট ন্যায়বিচার প্রদান করা হবে। তদন্তের নামে মামলাটি ১৯.০১.২০১৩ সাল থেকে বিচারাধীন রয়েছে।

এই আদেশের একটি অনুলিপি কাকশী দিনাজপুরের পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হোক, যাতে ও.সি., হিলি থানা থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তদন্তের জন্য পুলিশ পরিদর্শকের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কোনও অফিসারকে তা অর্পণ করা হয়।

জামিনের শর্ত শিথিল করার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সি .আর. এল.বিবিধ মামলা নিষ্পত্তি করা হয় ।

এল.সি. আর. ৭ সিডি ফেরত দেওয়া হল । "

১2. **সাকিরি ভাসু বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য**[১] মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"১১ . এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই যে একজন ব্যক্তির যদি একটি অভিযোগ থাকে যে থানায় তার এফআইআর নথিভুক্ত করা হচ্ছে না ধারা ১৫৪ ফৌজদারি কার্যবিধি , তারপর তিনি সুপারিনটেনডেন্টের কাছে যেতে পারেন ধারা ১৫৪(৩) ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে পুলিশ লিখিত একটি আবেদন দ্বারা।

---

১. (২০০৮)এস সি সি ৪০৯

এমনকি যদি এটি এই অর্থে কোনও সন্তোষজনক ফলাফল না দেয় যে এফআইআর এখনও নিবন্ধিত হয়নি, বা এটি নিবন্ধিত হওয়ার পরেও কোনও যথাযথ তদন্ত হয়নি, তবে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৫৬ (৩) (ফৌজদারি কার্যবিধি) ধারার অধীনে আবেদন করার জন্য ক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে উন্মুক্ত। যদি ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে এই জাতীয় আবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা হয়, তবে ম্যাজিস্ট্রেট এফআইআর নিবন্ধিত করার নির্দেশ দিতে পারেন এবং যথাযথ তদন্তের নির্দেশও দিতে পারেন, এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে, ক্ষুব্ধ ব্যক্তির মতে, কোনও যথাযথ তদন্ত করা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট একই বিধানের অধীনে যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য তদন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

১২. এইভাবে মহম্মদ ইউসুফ বনাম শ্রীমতী আফাক জাহান এবং আনরে. এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ-

১১. অতএব, স্পষ্ট অবস্থান হল যে কোনও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটি বিচার করার আগে আইনের ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। যদি তিনি তা করেন, তবে তিনি অভিযোগকারীকে শপথ করে পরীক্ষা করবেন না কারণ তিনি তাতে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করছিলেন না। পুলিশকে তদন্ত শুরু করতে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশকে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিতে পারেন। এটি করার মধ্যে অবৈধ কিছু নেই। সবকিছুর পরেও, কোনও এফআইআর নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অপরাধমূলক অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়বস্তু পুলিশের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের দ্বারা রাখা একটি বইয়ে প্রবেশ করানো, যা কোডের ১৫৪ ধারায় নির্দেশিত। এমনকি যদি কোনও ম্যাজিস্ট্রেটও কোডের ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার সময় এত বেশি ভাষায় না বলেন যে এফআইআর নথিভুক্ত করা উচিত, তবে অভিযোগ দ্বারা প্রকাশিত আমলযোগ্য অপরাধের বিষয়ে এফআইআর নথিভুক্ত করা পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের কর্তব্য, কারণ সেই পুলিশ আধিকারিক কেবল তার পরেই কোডের দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবেচনা করা আরও পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১৩. দিলওয়ার সিং বনাম দিল্লী রাজ্য৩ (অনুচ্ছেদ ১৭৭-এর মাধ্যমে) মামলায় এই আদালত একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। আমরা আরও স্পষ্ট করে বলব যে যদিও এফআইআর-এ দায়ের করা হয়েছে

---

২ এম এ এন ইউ /এস সি /৮৮৮৮/২০০৬:২০০৬সি আর আই এল J৭৮৮

৩ এম এ এন ইউ /এস সি /৩৬৭৮/২০০৭:২০০৭সি আর আই এল যে ৪৭০৯

এবং এমনকি যদি পুলিশ তদন্ত করেছে, বা প্রকৃতপক্ষে তদন্ত করছে, যা ক্ষুব্ধ ব্যক্তিটি যথাযথ বলে মনে করেন না, তবে এই ধরনের ব্যক্তি ১৫৬ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে পারেন, এবং যদি ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে তিনি যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন এবং অন্যান্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এমন আদেশ দিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষমতা একজন ম্যাজিস্ট্রেট ১৫৬ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে উপভোগ করেন।

১৪. ধারা ১৫৬ (৩)-এ বলা হয়েছেঃ

> ১৯০ ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট উপরে উল্লিখিত তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। 'উপরে উল্লিখিত' শব্দগুলি স্পষ্টতই ধারা ১৫৬ (১)-কে বোঝায়, যা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বারা তদন্তের কথা বিবেচনা করে।

১৫. ১৫৬ (৩) ধারায় দ্বাদশ অধ্যায়ের অধীনে পুলিশের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের নজরদারির বিধান রয়েছে। যে ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন যে পুলিশ মামলার তদন্তের দায়িত্ব মোটেও পালন করেনি, বা সন্তোষজনকভাবে তা করেনি, সেক্ষেত্রে তিনি পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন এবং তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

১৬. ম্যাজিস্ট্রেটের ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা একটি স্বাধীন ক্ষমতা, এবং ১৭৩ (৮) ধারার মাধ্যমে তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরেও তদন্তকারী কর্মকর্তার আরও তদন্তের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না।সুতরাং পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরেও ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত পুনরায় খোলার আদেশ দিতে পারেন, বিহার রাজ্য বনাম এ. সি. সালদাননা ৪ ।

১৭. আমাদের মতে ধারা ১৫৬ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে এমন সমস্ত ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত যা যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়, এবং এতে নিবন্ধনের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।একটি এফ. আই. আর.-এর এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন, তা হলে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়,

---

৪. এম এ এন ইউ /এস সি /০২৫৩/১৯৭৯:১৯৮০সি আর আই .এল জে ৯৮.

যে পুলিশ যথাযথ তদন্ত করেনি, বা করছে না। ধারা ১৫৬ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি যদিও সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আমাদের মতে, খুব বিস্তৃত এবং এতে যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আনুষঙ্গিক ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৮. এটি সুনির্দিষ্ট যে কোনও কর্তৃপক্ষকে যখন কোনও কিছু করার ক্ষমতা দেওয়া হয় তখন তার মধ্যে এমন আনুষঙ্গিক বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকে যা সেই কাজটি যথাযথভাবে করা নিশ্চিত করবে। অন্য কথায়, যখন সংবিধি দ্বারা কোনও ক্ষমতা স্পষ্টভাবে মঞ্জুর করা হয়, তখন অনুদানের মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এমনকি বিশেষ উল্লেখ ছাড়াই, প্রতিটি ক্ষমতা এবং প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ যার অস্বীকার অনুদানকে অকার্যকর করে তুলবে। সুতরাং যেখানে কোনও আইন এখতিয়ার প্রদান করে সেখানে এটি অন্তর্নিহিতভাবে এই জাতীয় সমস্ত কাজ করার বা তার বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় উপায় প্রয়োগ করার ক্ষমতাও প্রদান করে।

১৯. এই নিয়মের (ব্যবহৃত ক্ষমতার মতবাদ) কারণ বেশ স্পষ্ট। ছোটখাটো বিবরণের অনেক বিষয় আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন ক্রফোর্ড তাঁর 'সংবিধিবদ্ধ নির্মাণ' (এস. আর. ডি সংস্করণ. পৃষ্ঠা ২৬৭)-এ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

যদি এই বিবরণগুলি অন্তর্নিহিতভাবে সন্নিবেশ করা না যায়, তবে আইন প্রণয়নের খসড়া একটি অনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া হবে এবং আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় সম্ভবত সবচেয়ে তুচ্ছ বাদ দিয়ে পরাজিত হবে।

২০. একটি প্রয়োজনীয় প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আদালত কেবল আইন প্রণয়নের ইচ্ছা নির্ধারণ করে এবং এটিকে কার্যকর করে। যা অপরিহার্যভাবে বোঝানো হয়েছে তা সংবিধির ততটাই অংশ যেন তাতে নির্দিষ্টভাবে লেখা হয়েছে.................

২৫. আমরা উপরোক্ত বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি কারণ আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, যখন কারো অভিযোগ থাকে যে তার এফআইআর থানায় নথিভুক্ত করা হয়নি এবং/অথবা পুলিশ দ্বারা যথাযথ তদন্ত করা হচ্ছে না, তখন সে ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার ৪৮২ অধীনে একটি রিট পিটিশন বা পিটিশন দায়ের করার জন্য হাইকোর্টে ছুটে যায়। আমাদের অভিমত হল যে হাইকোর্টের এই প্রথাকে উৎসাহিত করা উচিত নয় এবং সাধারণত এই ধরনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করা উচিত, এবং আদেশ খারিজ করে দেওয়া উচিত।আবেদনকারী তার বিকল্প প্রতিকারের জন্য, প্রথমত ধারা ১৫৪ (৩) এবং

ধারা ৩৬ ফৌজদারি কার্যবিধি অধীনে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের সামনে, এবং যদি তাতে কোনও লাভ না হয়, তবে ধারা ১৫৬ (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যোগাযোগ করুন।

২৯. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম প্রকাশ পি. হিন্দুজা এবং আনরে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তবে, আমাদের মতে, এই সিদ্ধান্তের অনুপাত কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন পুলিশ যথাযথ তদন্ত করছে। ধারা ১৫৬ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে কোনও আবেদনের উপর ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে যথাযথ তদন্ত করা হয়নি, বা সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা করা হচ্ছে না, তবে তিনি অবশ্যই পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যথাযথ তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন এবং আরও পর্যবেক্ষণ করতে পারেন (যদিও তাঁর নিজে তদন্ত করা উচিত নয়)।

৩০. এটি আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ধারা ৩৬ ফৌজদারি কার্যবিধি -এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনও ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হন যে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা যথাযথ তদন্ত করা হয়নি, তবে এই ধরনের ক্ষুব্ধ ব্যক্তি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উচ্চতর পদমর্যাদার অন্য পুলিশ আধিকারিকের কাছে যেতে পারেন এবং এই ধরনের উর্ধ্বতন আধিকারিক, যদি চান, সিবিআই বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্য৬ আর. পি. কাপুর বনাম এস. পি. সিং৭ -এর মাধ্যমে তদন্ত করতে পারেন। ভিজিল্যান্স দখল নিতে একটি থানায় নথিভুক্ত একটি আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত বিহার রাজ্য বনাম এসি সালদান্না (সুপ্রা)।

১৩. পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে মঞ্জুর করা জামিনের শর্ত শিথিল করার আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটর বা অভিযোগকারী কেউই তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি।

---

৫ এম এ এন ইউ /এস সি /০৪৪৬/২০০৩:২০০৩সি আর আই এল জে ৩১১৭

৬ এম এ এন ইউ /এস সি /০০৪২/২০০১:২০০১সি আর আই এল জে ৯৬৮

৭ এম এ এন ইউ /এস সি /০০৭০/১৯৬০: [১৯৬১] ২এস সি আর ১৪৩

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর জামিনের শর্ত শিথিল করার আবেদনের বিরোধিতা করেছেন বলে মনে হচ্ছে এই কারণে যে অভিযুক্তরা চূড়ান্ত আকারে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে সহযোগিতা করবেন। তাতে রাজ্যের মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটর তদন্তকারী সংস্থাকে তার চূড়ান্ত আকারে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির ভূমিকা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। সপ্তাহে দু 'বার তদন্তকারী আধিকারিকের সাথে দেখা করার শর্তে এবং বিচার আদালতের এক্তিয়ার ত্যাগ না করার শর্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে জামিনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটর বলেননি যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কাউকে হুমকি দিয়েছে বা তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটরের পক্ষ থেকে কেবল সন্দেহই তদন্তকারী সংস্থার উপর তার অবিশ্বাস চাপিয়ে দেয়, যা প্রমাণ ছাড়াই অগ্রহণযোগ্য। বিচার আদালত নিজের ইচ্ছায় কোনও আবেদন বা অনুরোধ ছাড়াই প্রতিরক্ষা বা রাষ্ট্রের মাননীয় পাবলিক প্রসিকিউটর তদন্তের প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করেছে এবং এটি আইনত টেকসই নয়। তদন্ত প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার কোনও এক্তিয়ার আদালতের নেই যদি না বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগকারী এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে।

১৪. মামলার তথ্য এবং সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে অবৈধভাবে এবং প্রতিরক্ষা ও রাষ্ট্রের ক্ষতির বিপরীতে কাজ করার জন্য দায়রা বিচারপতির কোনও কর্তৃত্ব বা কারণ ছিল না যে তিনি পুলিশ সুপারকে মামলার তদন্ত স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অপরের কাছে তদন্তকারী কর্মকর্তা। তবে, তাৎক্ষণিক মামলায়, বিচারাধীন থাকাকালীন, এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের তদন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

১৫. তদনুসারে ২০১৪ সালের সি. আর. আর ২১৯৯ হিসাবে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি অকার্যকর হয়ে উঠেছে এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৬. সংযুক্ত আবেদন যদি থাকে সেগুলিও সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

১৭. খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

১৮. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য মাননীয় ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

১৯. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly